দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ০৪ FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

উচ্চ শিক্ষায় বাংলা

সঙ্কটের সুদীর্ঘ রাত কাটেনি এখনও

ভাষা আন্দোলনের মহান স্মৃতি বিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাস চলছে। সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রত্যয়। কিন্তু সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন কি সম্ভব হয়েছে?

সর্বস্তরে তথা অফিস-আদালত, সাধারণ মানুষজন এখনও বাংলায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেনি। এখনও দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। এ সমস্যা সবচেয়ে প্রকট উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে।

উচ্চশিক্ষার মাধ্যম এখন বাংলা। হাতে গোনা দু'একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা চলছে। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের বেশ কিছু কলেজেও অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রীতে কোর্স চালু হয়েছে।

পরিতাপের বিষয় হলো, এ সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক বাংলা বই নেই। উচ্চ স্তরে রেফারেন্স ও মৌলিক বই বাংলায় অনূদিত-রূপান্তরিত হয়নি।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাস্তরের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই শিক্ষা জীবন পরিচালিত করেছে বাংলা মাধ্যমে। ফলে হঠাৎ করে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজী বই তাদের আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

এর ফলে নিম্নমানের অনুবাদ, নোট, গাইড প্রভৃতি বইনির্ভর ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান আহরণে ব্যর্থ হচ্ছে। আংশিক বা খণ্ডিত জ্ঞানে শিক্ষিত হচ্ছে।

একটি আধুনিক জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার আন্তর্জাতিক তথ্য ও তত্ত্ব নিজেদের ভাষায় অনূদিত করে থাকে। বিশ্বের যে কোন উন্নত জাতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলেই এমন উদাহরণ দেখা যাবে।

কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাবে বিরূপ চিত্র। ক্লাসিক বা বিশ্ব সেরা তত্ত্ব, তথ্য, বিষয়ভিত্তিক মৌলিক পুস্তক বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে নেই। শিল্প-সাহিত্য বাদ দিলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও আধুনিক বিষয়ে বাংলা গ্রন্থ অত্যন্ত অপ্রতুল। পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, হিসাববিদ্যা, গণিত, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট গ্রন্থ নেই বাংলা ভাষায়।

প্রতিবছর অসংখ্য বই প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য পাঠ্য পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না —ফিরোজ চৌধুরী

অধুনা যে সকল বিষয় বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও চালু হয়েছে—সে সব ক্ষেত্রে গ্রন্থ সঙ্কট একটি মৌলিক সমস্যা। বিশেষ করে নৃ-বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, কম্পিউটার বিজ্ঞানে বাংলা বই নেই বললেই চলে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগ এর ফলে কত প্রকট হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

বাংলা ভাষায় গ্রন্থ সঙ্কটের পুরো সুযোগ নিচ্ছে একশ্রেণীর অসাধু গ্রন্থ ব্যবসায়ী। ভুল তথ্য, অশুদ্ধ ভাষা ও খাপছাড়াভাবে প্যাকেজ সংস্কার, গাইড ও নোট বই বের করে তারা শিক্ষার্থীদের এক চক্ষুবিশিষ্ট হরিণে রূপান্তরিত করছে। এর ফলে একজন সম্মান কিংবা স্নাতকোত্তর শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্র বা ছাত্রী বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান আহরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় মৌলিক গ্রন্থ অনুবাদের জন্য বাংলাদেশে জাতীয়ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলা একাডেমী কোন কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলা গ্রন্থ অনুবাদ প্রকল্প পরিচালনা করছে না। ফলে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সম্ভার গড়ে উঠছে না।

উচ্চ স্তরে বাংলা গ্রন্থের সঙ্কট মোচনের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের নিবিড় পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। তা না হলে গ্রন্থ সঙ্কট উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে রাখবে। মহান ভাষা আন্দোলনের মাসে জাতির এই সমস্যা সমাধানে সবাইকে গভীরভাবে ভাবতে হবে দূর করতে হবে, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও মৌলিক বাংলা গ্রন্থের সঙ্কট।

কনক জ্যোতি